



প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম: কুড়িগ্রাম

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: ০৬টি (আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত)

ক্রম ১	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি ২	আলোকচিত্র ৩	অবস্থান ৪	জিও কো-অর্ডিনেট ৫	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ৬	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ৭
১.	সদরপাড়া জামে মসজিদ		কুড়িগ্রাম সদর কাঠালবাড়ি	২৫°৫০'৩৮.৩" উ. ৮৯°৩৫'০৪.৪" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ আগস্ট ২০০৬ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৪৩৭)	আয়তাকার ভূমি নকশায় নির্মিত প্রাচীন মসজিদের দেয়ালের পুরুত্ব ২৪ ইঞ্চি। পূর্ব দেয়ালে ৩টি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ রয়েছে। মসজিদ অভ্যন্তরের পশ্চিম দেয়ালে ৩টি মিহরাব রয়েছে যার মধ্যে মাঝের মিহরাবটি আয়তাকার। চার কোণায় ৪ টি ছোট সরা মিনার ও ছাদের উপরে ৩টি গম্বুজ রয়েছে। মসজিদটির নির্মাণকাল সম্পর্কে লিপিবদ্ধ কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে মোঘল স্থাপত্যশৈলী দেখে অনুমান করা যায়, মসজিদটি মোঘল আমলের শেষের দিকে কিংবা ব্রিটিশ আমলের শুরুর দিকে নির্মিত।
২.	নাওডাঙ্গা শিব মন্দির		ফুলবাড়ী	২৫.৯৮১৮৫ উ. ৮৯.৫১৫৩৭ পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৮ এপ্রিল ২০১৯ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-২০৩)	নাওডাঙ্গা পরগনার জমিদার বাহাদুর শ্রীযুক্ত বারু শিব প্রসাদ বক্সী এ মন্দিরটি নির্মাণ করেন। এক গম্বুজ বিশিষ্ট ৩০ ফুট উচ্চতার মন্দিরটিতে জমিদার আমলে শিব পূজা হতো বলে ধারণা করা হয়। মন্দিরের দেয়ালে এখনও বিভিন্ন নকশা অঙ্কিত পোড়ামাটির ফলক দেখতে পাওয়া যায়।
৩.	মেকুরটারী শাহী মসজিদ		রাজারহাট	২৫°৪৮'০১.০" উ. ৮৯°৩২'৫৯.২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ জুলাই ১৯৯৩	তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মেকুরটারীশাহী মসজিদটি মোঘল স্থাপত্য শৈলীতে নির্মাণ করা হয়। মসজিদটির চারপাশে ৪টি বড় মিনার এবং ১৬টি ছোট মিনার রয়েছে। দেয়ালের পুরুত্ব প্রায় ৪২ সে.মি.। মসজিদের বাহির ও ভেতরের দেয়ালে আকর্ষণীয় অলংকরণ বিদ্যমান। মসজিদটি মোঘল আমলের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

ক্রম ১	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি ২	আলোকচিত্র ৩	অবস্থান ৪	জিও কো-অর্ডিনেট ৫	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ৬	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ৭
৪.	মুন্সিবাড়ি (জমিদার বাড়ি)		উলিপুর	২৫°৪০'৩০.৪"উ. ৮৯°৩৭'৪২.০"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৫ এপ্রিল ২০১৮ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-১৫৮)	মুন্সিবাড়ি জমিদার বাড়িটি ইট, বালি, সিমেন্ট দিয়ে নির্মিত দুই তলা ভবন। এর নীচতলায় ৪টি কক্ষ এবং উপর তলায় একটি ছোট কক্ষ রয়েছে। দক্ষিণ বারান্দায় উঠার জন্য একটি, পূর্ব বারান্দা একটি, উত্তর-পশ্চিমে ইংরেজি এল বর্ণের বারান্দায় ৫টি সিঁড়ি পথ রয়েছে। মূল ভবনটি উত্তর-দক্ষিণে দৈর্ঘ্য ২২.৭৫ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রস্থ ১৭.৬০ মিটার। ভবনটি কালের স্বাক্ষী হয়ে আজও দাড়িয়ে আছে।
৫.	প্রাচীন কাজীর মসজিদ		উলিপুর উত্তর দলদলিয়া	২৫°৪১'৪৬.২"উ. ৮৯°৩৩'৪৯.৯"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৩ মে ১৯৯৬	এ মসজিদটি নির্মাণ করেন পারস্য (ইরান) থেকে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগত জনৈক কাজী কুতুব উদ্দিন। তিন গম্বুজবিশিষ্ট এ মসজিদের দৈর্ঘ্য ৯.৬০মি. ও প্রস্থ ৩.৫৮মি. এবং দেয়ালের পুরুত্ব প্রায় ৭৬ সে.মি.। মোঘল স্থাপত্যশৈলীর সাথে এদেশীয় নির্মাণ শৈলীর সমন্বয়ে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে। ফারসি ভাষার শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, মসজিদটি ১২১৪ হিজরীতে নির্মাণ করা হয়।
৬.	ছিনাই চতুর্ভুজ শিব মন্দির		রাজারহাট	২৪°৫১'৫০.৭২"উ. ৮৯°৩৪'৬.৭৬"পূ.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০১৬.১০৯.২২.১০ ০ ০১ মার্চ ২০২২	কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলার চতুর্ভুজ গ্রামে শিব মন্দির অবস্থিত। প্রাচীন এ মন্দিরটির স্থাপত্যশৈলী বিবেচনায় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে অথবা ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে নির্মিত। গঠনশৈলী ও স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ ধরনের মন্দির স্থাপনা ও অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায় না। খিলানযুক্ত মন্দিরের উত্তর ও পূর্ব পাশের চতুর্ভুজ আকৃতির চেষ্টার রয়েছে, যা স্থাপনাটিকে করেছে অনন্য।